ঈমাম বুসিরী (রহ)-এর
কাজীন-ই-বুরুন

কাব্যনুবাদ

মুহাম্মদ রাহুল আমীন খান

মদীনা পাবলিকেশন

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
কাসীদায়ে বুরুদা পরিচিতি

"আল কাওয়াকিরুদ দুরবিয়াহ ফী মাদাহি খায়িরেল বারিয়াহ" বিশ্বব্যাপী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রশংসায় রচিত এক সূদীর্ঘ আরবী কবিতা। বিশ্বব্যাপী এ কবিতা 'কাসীদা-এ-বুরুদা' নামে পরিচিত। ইমাম বুসিরী (রহ) এর রচয়িতা। তাঁর পুরো নাম শেখ আবু আবদুল্লাহ শরফুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে সাইদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ বুসিরী (রহ)। মিসরের বুসরির নামক জনপদে তাঁর জন্ম। এই বুসির থেকে ইমাম বুসিরী নামে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। হিজরী ৬০৮ সালের ১লা শাওয়াল মুতাবিক ইং ১২১৩ সালের ৭ মার্চ তাঁর জন্মতারিখ। ১২৯০ সালে কাযরো নগরীতে তিনি ইস্তিকাল করেন।

ইমাম বুসিরী ছিলেন বহু ভাষায় সুপণ্ডিত, সাহিত্যিক ও একজন প্রাথিতমাশী কবি। একজন কামিল কবর্গ হিসেবেও তিনি মুসলিম জাতিতে সুপরিচিত। তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। তবে 'কাসীদা-এ-বুরুদা' তাঁকে অমর করে রেখেছে।

কাসীদা-এ-বুরুদা রচনার মূল প্রক্রিয়া

কবি এক সময় পঙ্ক্ষাতে আকার ও সম্পূর্ণ অচল হয়ে বিছানায় আশ্রয় নেন। বহু চিকিৎসার পরেও আরোগ্য লাভে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনি বিশ্বব্যাপী (সঃ)-এর প্রশংসায় একটি কাসীদা লিখে তাঁর উচিতায় আল্লাহ পাকের দরবারে রোগমূর্তির প্রার্থনা করার নিযুক্ত হন। কাসীদা রচনা সমাপ্ত হলে তিনি এক জুমুয়ার রাতে পাক-পরিত্যাগ হয় এক নির্জন ঘরে প্রবেশ করেন এবং গভীর মনোযোগে ভক্তিভরে কাসীদা আবৃতি করে থাকেন। আবৃতি করতে করতে তিনি সুমিয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখেন, সমগ্র ঘর আলোকে উদাসিত হয়ে গেছে এবং প্রিয়নবী (সঃ) যেখানে শুভাগমন করেছেন। কবি আনন্দে আতুর হয়ে পড়েন এবং স্বপ্নাস্থায় প্রিয়নবী (সঃ)-কে কাসীদা আবৃতি করে শুনতে থাকেন। আবৃতি করতে করতে যখন কাসীদার শেষের দিকের একটি পত্তি পর্যন্ত পৌঁছেন যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে "কাম আবরাআত আসিবান"— ‘কত চিরকৃত ব্যক্তিকে নিরাময় করছে প্রিয়নবীর পরিত্যাগ হাতের স্পর্শ’ তখন প্রিয়নবী (সঃ) তাঁর হাত মোবারক দিয়ে কবির সমগ্র দেহ মুছে দেন এবং তিনি খুশী হয়ে নিজ গায়ের নকশাদার ইয়ামনী।
ওজিফা হিসাবে কাসীদা শরিফ পাঠের নিয়ম
কিবলামুহীম হয়ে বলে কাসীদা পাঠের শুরুতে ও শেষে ১৭ বার করে নিমলিখিত দরদ শরিফ পাঠ করতে হবে:

আল্লাহু আক্বার আল্লাহু আক্বার
আল্লাহু আক্বার আল্লাহু আক্বার

অর্থাৎ হে আল্লাহু, সাইয়েদনা মুহাম্মদ (সং) তার বলন্ধর ও সাহারিগণের প্রতি শাস্তি, কলিতা ও বর্কত নামিল করবেন।

এরপর নিমূলত বয়ত পাঠ করে কাসীদা পাঠ শুরু করতে হবে:

কবিতার চরণকে আরবী ভাষায় বলা হয় মিসরা। দু’ দু’ মিসরা নিয়ে গঠিত হয় একটি বয়ত যা প্রকাশ। এভাবে বহু বয়তের সমাহার সূরীচ কবিতার নাম কাসীদা।

কাসীদা-এ-বুরুদা ১৬৫ শ্রীকবিশ্ব এমন এক সূরীচ কবিতা। এতে রয়েছে ১০টি অধ্যায়। শ্রীকবিশ্ব (সং) এ কবিতা শুনে কবিকে নকশাদার চাদর দান করিলেন বলে এর নাম হয়েছে ‘কাসীদা-এ-বুরুদা’। ‘বুরুদ’ শব্দের অর্থ নকশাদার চাদর।

নকশাদার চাদরের মত এ কবিতায় রয়েছে বিষয়ে-বৈচিত্র, আর্যার পুরোপুরো কর্মকর্ম-এজন্য এর নাম ‘কাসীদা-এ-বুরুদা’–এ অভিমতও রয়েছেন কেউ কেউ। অনুরুপে মুহ আরবী ছন্দ অনুসারে চেষ্টা করা হয়েছে।
দুর্বল বিদ্যমান স্থানে যাত্রী বিদ্যমান কাজের প্রার্থনা করেন যে তার হাত বন্ধ করবে।

১. ‘সালাম’ বনে পড়াশিকের
বিয়োগব্যাপ্ত সম্মুখে নানা যুগল হতে কি ওই
রক্তমাখা অশ্রু হউন?

২. দূর ‘কাজের’ প্রার্থনা হতে
মাতাল হাওয়া বইচে কিছু কিছু ‘এজাম’ গিরি কোলে
বিজলি হাসে আধার চিরে?
ফ্যামালিয়েনিক এলে ফাস্ট আক্রান্ত ।
ফ্যামালিয়েনিক এলে ফাস্ট আক্রান্ত ।

tতাটে আসু করায় আমি
তাতে হুই হয় পেরিমান
তাটে নিষেধ করতে থাকি।

ইহুসাব সর্বান্তহ হুই হন মনকনম
মিডেন মেজি রন ও মিডেনর

বারান্দার আসুর ধারা
প্রণয় ব্যাকুল তাপিত মন
প্রেমের সুধা সুর্য এতেই
বুঝ কি তা প্রেমিক সুজন?

লৌলাহোরী লর্টি রাজ দিয়ে প্রায়
লৌলাহোরী লর্টি রাজ দিয়ে প্রায়

নাইরা হলে আশেক তবে
কেন বিজন টিলার পরে
‘আলমগিরি’ বান বিটুগি
সম্মেল এমন অশুর জাহ বের?
"উজ্জ্বল" সম গভীরতর
জনলে আমার প্রণয় মীর্ধে
করতে না আর নেইনসাফি
বিদ্ধতে না আর নিদা তীরে।

১০. প্রেমিক হলেই যাদ পেতে মোর
এই নিদারূপ মর্ম ভালার
বুঝতে তখন নেই উপশম
тивর এই বেদনার।

"মুহুর্তের নথিঃ কেন লস্ট অমেড
আন মুজহেব উদাল ফি ছাম।"

১১. ভালেরাসা ভুলতে আমায়
যেতে খোল বলতে পারো
বিচে সবই, আশেপাশে ব্যাধির
লনা কানে মক্ত কারো।


eনি তেরা নিচ্ছ মুসলিম মে বুড়ি
লাশে অন্দি নে নিয়ম বর্ম বল্পে

১২. প্রবর্তন সৎ উপদেশ
যেতেই ভাবো সর্বনিশেষ
মদ কিছু নেই আসালে
'তুলহায়াতের উপদেশ।'


cলেল চাবাঁ
ফরি হোর তুস

প্রবর্তন তাড়না

eন আমার বি বকু বেগ মাতু বেজ
মন জেলায় নদি শিপ বার্ম

১৩. অন্ত হীর্ণায় শীর্ষ জীব
'দুষ্টমতি আত্মা' আমায়
লননি কানে সৎ উপদেশ
'তুলহায়াতের অভিজ্ঞতার।'
ঔলাদদের মন তেলে জামল ত্রু\
সঘী আলম রাসুল বং মুহাম্মদ

১৪. জরা নামের সেই অতিথি
এলা যখন দেহর ঘর
নেক আমলের অর্থ দানি
লাইনি তারে বরণ করে।

লোকট আলম এত হাঁ বোঁ করে
করাই সর্বাধিক মুহাম্মদ বোঁ

১৫. সেই অতিথি আপায়নের
নেই কমতা জানলে পর
আমার সকল গুপ্ত বিষয়
রেখে দিতাম গোপন করে।

মন তে গঝাম মন গঝাম তে গঝাম
কমায় গঝাম গঝাম মুহাম্মদ বজাহর

১৬. পাগলা ঘোড়া এই বেয়াড়া
মন্টাকে মেঝ ভর্তুয়ে
বেশ এখন কে দেবে হায়
নিপুণভাবে বলগা জুড়ে।

ফলাতরে প্রকাশ কর্তার শহীদ
ঈশ্বর তীক্ষ্ণ শোণে তত্ত্বে

১৭. ভূষা কুভু হয় না যে মন
পাপের পথে, কলং দ্বারা
ভূজন বিলাস লোভে করে
ত্বীয় নতুন বলগা হারায়।

বাঁশক্ষ কালীর সম হয়ে ত্বীয় শোণে
হৃদ রূপায় তুম নিত্য ভালুক

১৮. 'দুইজার্জা' যে ঠিক
দুর্গায় শিশুর মত
রাগ্না না দাও—বাড়ো তবু
দুঃখ পানেই থাকবে রাগ।

ফাসরফ হোও হাঁজার তোলী
ং নিতাত্তব মনোনী চাপ ও চাপ

১৯. দমন কর রিপা নিচ্ছ
টেন ধরো কামনা রাস
বাণিয়ে নিলে প্রত্য তাছে
করো তোমায় সমুলে নাশ।
২২. চারণভুমি চলার কালে
কঠোরভাবে দাও পাহারা
গড়ি ছেড়ে যায় সে খোলে
-অমনি হলে বাধনহারা।

২৩. চের জমেছে পাপের বোধ হয়
ভাবা চায় অশুভধারা
হয় না মোচন পাপের কালি
অনুতাপের কান্না ছাড়া।

২৪. উল্টো চলো শয্যাতলের ও
দুই রিপুর হর হামেশা
মদ কোলের মহম্মদনাম
এদের পেশা এদের নেশা।

২৫. এই দুর্ভাগ্য দুই জীবন
পথ এদের দারুণ টেরা
নেই সেখানে ভালোর কিছু
যোগ বানিয়ে থাক না এরা।
ফাল্লালের তৃতীয় অধ্যায়

রসূল লাহোর (স) এর প্রশংসা

৩৭.

ঢাকায় চালু হয় এই নির্দেশনা যে স্তরাত ও নিরাভার

৩৮.

আর দীর্ঘদিনের এই নিয়ম পর্যন্ত না বর্তমান হয়।

৩৯.

ফরম রোজা নামজ ছাড়া নয় কিছু নেইকো আমার।
ওজরোধ অথবা উদরাল শ্বেত ত্রুটির উপর নিবন্ধনের দুই করণে তালুক্তিক আটকের বিড়াল উপর নিবন্ধনের দুই করণে তালুক্তিক আটকের বিড়াল উপর নিবন্ধনের দুই করণে তালুক্তিক আটকের বিড়াল উপর নিবন্ধনের দুই করণে তালুক্তিক আটকের বিড়াল উপর নিবন্ধনের দুই করণে তালুক্তিক আটকের বিড়াল উপর নিবন্ধনের দুই করণে তালুক্তিক আটকের বিড়াল উপর নিবন্ধনের দুই করণে তালুক্তিক আটকের বিড়াল উপর নিবন্ধনের দুই করণে 

31. সোনার পাহাড় সামনে এলা 
মুখ ফিরানে অবহেলে 
আর আয়েশ তুল্যরে 
দুই চরণে দিলে ঠেলে।

32. অভাব তাকে করল উচ্ছ 
অবহেলা সিয়রির মত 
তার সততা গুণের কাছে 
তামাম জাহান হলো নোত।

33. কেমন তাকে করবে কাবু 
লোভ-লালসার মোহন ময়া 
বিদ্ব ভূবনের যার কারণে 
নাশ্লে থেকে পাইল কায়া।

34. প্রিয়বানী 'মুহাম্মদই' 
দুই জাহানের মহান নেতা 
আর-ঠাই অধিপীতি 
বিমুখ্য জগৎ জেতা।

35. আদেশ-নিষেধ হা ও না-এর 
হুকুমদাতা নহি আমার 
সত্য-সঠিক হুকুম জারির 
নেই যে কোনো তুলনা তিনি।

36. বিহ্য মস্তা গোদ এলাহির 
পরলোকের কাওরী সে 
বক্তৃর কতিন হিপকালে 
মুক্তি দয়ার তাওরী সে।
১০. যখন তার চার্লস ফুল আদি

ঊচ্চাঙ্গ তত্ত্ব সম্মুখে

শরীরবিহীন বাজারবিহীন

অন্তর্ভুক্ত সত্য যে তার।
43. নবী ঈসায় নাসারাগণ
খাদার বেতা ডাকছে ভুলে
সেইটি বাদে নবীগুলোর
গান গেয়ে যাও পরান খুলে।

44. মহত্ত্ব মর্যাদা মান
উঠ থেকে উচ্চতর
তার সুবিশাল সত্য সান
যতোই বুদ্ধি যুক্ত করো।

45. ফার ফ্লেড রসূল লীলে লীলে,
ঝড় বিগলিত হৈ গুত্তু সুমধুম।

46. সেই সুমহান সত্য এমন
ডাকলে পূর্ণ নাম নিয়ে তার
জীবন পেয়ে উঠবে হেসে
হাজার হাজার গলিত হাড়।

47. লোমিজটা মাত্র দায় পরে পরী
চর্চা আলোনা ফলে নিঃক্ষ ও নিঃক্ষে।

48. দয়াল তিনি তার সুবিশাল
হাদয়খানি দরদ ভরা
এমন হয়ে দিনী তিনি
অসাধ্য যা পালন করা।

49. অয়ি ওয়ারী মেনাফ ফলস পারি
লোকের বেদে ফেল ব্যাপারি।

50. সত্য তাহার দীপ রবি
জীব জোটির উৎস্বারা
দেখতে কি চাও পূর্ণ রূপে?
বললে যাবে নয়নভরা।
কল্যান ছাড়া না আর মন্তব্য করা যাবে না।

৪৯. দুর থেকে ওই আদিত্যকে দেখায় ছোট, নিকট গেলে ক্ষর তেজের দীপ তুলু যায় না দেখা নয়ন মেল।

৫০. ব্যথা হলো কাছের মানুষ বুঝতে যে রূপ চিন্তহারী দেহই ফুমার তাত্ত্বিক গভীর।

৫১. এই টকান ভূত থাকো তিনি সেরা সৃষ্ট খোদার মানব ব্যতি—তবু ধরায় নেই যে কোনো তুলনা ভার।

৫২. তার মহান নূর উৎসভ্য সকল নবীর সব মজেজার এ নূর বলেই দেখান তারা যুগে যুগে নিশান খোদার।

৫৩. সূর্য তিনি—তার আগাশ নবী সমাজ গ্রহ—তারা ভারই জ্যোতির কেন্দ্র থেকে সবাই পেলো জ্যোতির ধারা।

৫৪. উদয় হতে সেই দিবাকর নিমিত ভূবন উঠলো মাতি সেই সূর্যের আলোক ধারায় করলো গাহন সকল জাতি।
বিস্ময়বীর আবির্ভাব

ابان مولده عن طيب عنصر

یاطیب مبتدیه مختتم

وساء ساوا ان غاست بحیرته

ورد واردها بالغيظ حين ظلم

ویات ایوان کسری وهو منصوب

کشمال اعحاب کسری غیرقلتام

６２. ধরলো ফাটল খসরু রাজের

বালাখানার উচ্চিতে

লাগলো বিবাদ সৈন্যদেল

এলো না আর শান্তি ফিরে।
ছড়ানো ব্যাপারে এবং মানুষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য এই অনুচ্ছেদটি প্রয়োজন।

নমনী শীতল হয় পথে
বলি শোনো পাঠকদের
ধরেছে ঠিক আচ্ছাদন বলি
দিও না এই রক্ষণ ছাড়।

তিলাওয়াত দেয় নিভিয়ে
হামানের অনন্য শিকার
ভাগ্য দূর দেয় খুলে এ
পরায ভালে বিজয়টিকা।

কাতাল ভিত্তি তোলা বিশাল
মূলের অন্তর্ভুক্ত একটি অনন্য
নেই অনবাধ তিলাওয়াত
অবাক অবাক মর্ম ভরা
এর অন্ধকার বিপুল বিশাল
হিসাব নিকাশ যায় না করা।
ফুলের সূরা

যাহির মূল মানুষ সেইটে
সুন্দর পুরুষ পুলিসের
ফরকুকারী ঈমান-কুফর
তালো-তাদার, হক-বাতিলের।

সত্য-তিন্য পুরুষ পুলিসের
তালো-তাদার, হক-বাতিলের।

ফুলের সূরা

১০৭. জাহির মূল মানুষ সেইটে
সুন্দর পুরুষ পুলিসের
তালো-তাদার, হক-বাতিলের।

জাহির মূল মানুষ সেইটে
সুন্দর পুরুষ পুলিসের
tালো-তাদার, হক-বাতিলের।

ফুলের সূরা

১০৭. জাহির মূল মানুষ সেইটে
সুন্দর পুরুষ পুলিসের
tালো-তাদার, হক-বাতিলের।

১০৮. তুমি সেরা নজির নিশান
ধ্যানি-মানি চিন্তাবিদের
শ্রেষ্ঠতর বিভ্রম তুমি
ভদ্র মানী সম্মানীদের।
সৈন্তে মনে হইলা যি হৈল 
কুমারী বড়ে দাঁড়ি মুক্ত।

১০৯. পৌঁছলে রাতে কলাম, খাঁকা 
আর হারামের প্রাতঃ ছড়ি 
পূর্বকালী চন্দ্র যেমন 
রাত-সাগরে জমায় পাড়ি।

ওই তিনি বাই তিন নিন্দান 
কাবু কার্যকরি।

১১০. পৌঁছলে ‘কাব্য কার্যকরি’ 
দরবারে কোন আলো তালার 
অন্য সফরে নিদান।

করেনি কেউ কপনা যার।

ব্যতীত তিনি এমন মন্ত্র 
অবস্থায় এভাবে হকার।

১১১. নবী সমাজ তোমার নিয়ে 
করলা বাড়া সবার আগে 
ভূত যেমন প্রভুকে তাঁ 
দেয় এগিয়ে অগ্রভাগে।

ওই তদৃষ্টির দ্বারা যেমন এবং 
ফেরাশ্বদের মিছিল লয়ে 
যেমনি চলে সেনাপতি 
সবার আগে আঁধা বয়ে।

হিতৈশ এই দুঃখ শাবল মস্তিষক 
মিন দুঃখ লামার মস্তিষক। 

১১২. অবশেষে পৌঁছলে খাড়।

নিচে থেকে নিকট আরো 
পৌঁছলে মেঝায় হয়নি এবং 
হবে না আর সাধন কারো।

হফসট কল ঘালাও পাল্লাদা ভাই 
তুলে তিন মদ্যে মাল্য।

১১৪. সাবার পিছে ফেললে তুমি 
নেই তুলনা কারক সনে 
ধন্য তুমি ‘আরশে আলায়’ 
এক রাখে আমরে।
কিপাটে সকলের মস্তম্বের

১১৫. সংস্থার পাড়ে নিয়ে

দীলেন খুলে রহস্য দ্বার

নেই ক্ষমতা তুমি ছাড়া

কামরই তা জানার বুঝার।

১১৬. কামালের সোপার্জি

নীলর ধানে সব হয়ে পার

পৌছেল তুমি এককভাবে

শীর্ষ ছড়ে সব মহিমার।

বিল মিদার মাতিয়ে রটিব

১১৭. দীলেন তোমার যে নিয়মত

নেই যে কোনো তুলনা তার

পেয়েছো তা একাই তুমি

কাঠিক দেয়া হয় নি যে আর।

১১৮. ভাগ্য দার্জ এ সিল্লাতের

খোদার প্রিয় রাসূল আমীন

করলো কায়েম এমন খুঁটি

ধর্মে যাহার নেই কোনো দিন।

লমাদি কি ইচ্ছায় করিনা প্রাপ্তি

১১৯. খোদার দায় মোহের রাসূল

সব রাসূলের সেনা রাসূল

তেমনি মোহা সমুক্তির

সেনা জাতি নেই তাতে তুল।
১২০. আবিভাব্য বিষনিবষির
কাপে যেমন মেজের হিয়া
যে নিনাে সিছারেজের।

১২১. বীর বন্ধুরের মোকাবেলায়
ঝ্রঃ মৌড়া মাঠে
চূর হতাহ, চূরিত হয়
গোষ্ঠে যেমন কসাই-কাঠে।

১২২. প্রতি লাড়াই শাক্তকুলের
যে পরাক্রম আনতো বয়ে
ভাবতো যদি পালান যেতো
চিন-শাক্তের সংগী হয়ে।

১২৩. শঙ্খিত মন দিশহারায়
এতেই ছিলো ঝ্রাফ কাফের
ভুলে যেতো রাতের খবর
নাম ছাড়া হারাম মানের।

১২৪. সেই বাহাদুর জংশি সেনার
অতিথ রূপে ছিলো এ বীর
বীরী সেনার রক্ত লোয়ি
ছিলো যারা যুদ্ধকলিন্ন।
প্রথম করতো তারা হামলা টিকান
আরবী তজিল অন্ধে চড়ে
সাগর বেলায় উমিয়া যখা
নতুন রোষে আছে পড়ে।

মিন ক্লি মুন্তোব ল্যান মহৎসব
স্টুপ নীতি সাল দক্ষ স্টুপ নক্ষা।

অাশ্রে তাজীদ করে মূমিন
কীর্তন বেগে অগ্র হৈবে নেন
সব কুফর করা মুলীন।

নুত্ন নতুন এলানের হবা হীরে
যুদ্ধের পরে তাইয়া সাচুন
ফিরিয়া সূদিন মিলিয়া বহন
সংগী সাধী বদ্ধু প্রজ্ঞ।
মাত্র কিছু আলম করিয়া মায়ের আর্ধ উপাসন করিয়া মায়ের আর্ধ উপাসন করিয়া মায়ের আর্ধ উপাসন করিয়া মায়ের আর্ধ উপাসন করিয়া 

১৩১: হলো তাদের আকর্ষণে
লুট স্বতন্ত্র সব তরোজাল
কৃষ্ণ-চিকুর তরুণ তাজা
শক্তি সেনার রঙে যে লাল।

১৩২: তাদের যতো পীত বরণ
কীর্তির ফলা নিজের
বৃহৎ পশি নৈককুলের
করলো অনু অরবর।

১৩৩: কাফির থেকে নিন তাদের
লোক সত্য চিহ্ন ভালের
বালুক চত্ত্বর মধ্যে যেন
নিন পাড়া লাল গলাপের।

১৩৪: ছড়িয়ে যতো বিজয় খবর
বের হলো অভিযানে
উতাল বায়ে ছড়াইয় যথা
গোলাপ সুবাস সরবানে।

১৩৫: তাহেনে মোহর খিল নিবে রিবে
মন শং খান্দা হুমকি তেন শং ক্ষর হুমকি

১৩৬: অন্ধ পিঠে থাকতো লেগে
আটল আসন নিঠোল কায়
তৃণ যেমন লেপটে থাকে
শেকড় গেড়ে টিলার গায়ে।

১৩৭: তার চূলে বেদে বিদে
শাক মসলাহ হেম সমাসিম সেম
ও তরো নিত্যাল সিমা আন সিমান।
১৩৭. নবীর মদদ পেলো যারা

দেখা হলে তাদের সনে
যায় পালিয়ে সিংহ রাজও
জানের ভয়ে গভীর বনে।

১৩৮. এমন সাথে নেই নবীজীর
কোনো মদদ পায়নি যে তার।
নেই ওর তার এমন কোনো
হয়নি কতিপ বরবাদী যার।

১৩৯. রাখলে ধীনের দুঃখ মাঝে
নিরাপদে শিখিয়ে গেনে
সিংহ যথা নিরাপদে
রাখে শাবক গভীর বনে।

১৪০. হারিয়ে দিলো দুদ্রে কুরান
বীরদের অসংখ্য বার
কতেই হলো পরাভূত
শক্তি খর যুক্তিতে তার।

১৪১. এতীম অনাথ উদ্ধ আবার
আধার ঢাকা আরব ভূমি
কী মোক্ষের! এরই মাঝে
ভাষা-কলর বাদশা তুমি।

কো জাম্মল কেটে বিশ্ব মাঝে
রাখো জ্বলে শান্তি সেলাসালে।
গ্রেপ্তাত গ্লাছে সিঁড়িয়ে হাঁটতেন ও হাঁটতেন।

২৪৪. মল লামাক কাভ কলায়
তমাজ সেবার হটারো, পাপের বোকায় নুন এখন
অনুতাপে মরচি ছিলে।

প্যাকায় নুনটির ক্ষতি হলো রে-মন
দুনিয়ার মোহে পড়ি
দুনিয়া বেঁচে কিনলে না জীবি
করলেও না দীর্ঘদিন।

ব্রহ্মত্ব আল্লাহর বলাবলে
নিয়ে নিয়ে বলাবলে
বীরের নিয়ে বীরের বিয়ে ও সলাম।

২৪৫. ইহেকালের লাভের আশায়
বেঁচে যে সুখ পরকালের
ভাগ্যে তাহার আছে কেবল
দহন জলা পরিতাপের।
তার সমীপে মদদ মেগে
হয়নি তো কেউ বার্ষ কখন;
হয়নি বিফল শরণ যেচে
লভেছে তার অভয় শরণ।

কাব্য-কৃত্তম মাল্য গায়ি
এই হবে মের রোজ হাকার
রিপোলারের শ্রেষ্ঠ সাহী।

কেঁত কে কে না রিক্ষাহতে
বাদল যথা ফলায় ফসল
নিম্ন ভূমে—ফুল চিলাতে।
ওল্লাহ রংরে যা দুনিয়ার ফুল প্রিয় বৈ অথ আরব কবি
জোহায়েরের কব্য গাথার।

153. সুনাম খ্যাতি পারিব লোভ
এই কাসীদার নেই যে আমার
ছিলো যেমন আরব কবি
জোহায়েরের কব্য গাথার।

الفصل العاشر
في ذكر الواجبات وعبادة الحجاج

💄

يا أكرم الخلق ما في من الوديب
سوال عند حلول الحادث العصم

154. তুমি হারিয়া প্রিয় রাসূল
নেই কেহ আর এ সংসারে
কঠোর কঠিন বিপদকালে
শরণ নেবো যাহার তোমার দ্বারে।

ولن يضيء رسول الله جاهك في
إذا الكريم تجلٍٞ بسوم نتقم

155. শের্শ বিচারে মোর সূপারিশ
করলে তুমি—মহামতি
তোমার মহা উচ্চ শৈলের
হবে না তোমার কোনো ক্ষতি।
যার বাবা রঘুনাথ গুরু গুরু গুরু
লাল্য পাপ অপরে হেনে দেহে মুখে

১৫৬. তুই অন্তর্ভাবিত করো না নিশ্চয় আমাদের
ফল অন্তর্ভাবিত করো না নিশ্চয় আমাদের
লাল্য পাপ অপরে হেনে দেহে মুখে
অন্তর্ভাবিত করো না নিশ্চয় আমাদের

১৫৭. প্রাপ্ত যদি পাপ বেণুশার
তার চে বড় খোদার ক্ষমা
শেষ সীমানা নেই সে ক্ষমা

১৫৮. এই তো আশায় হবে বিশাল
বার যেতেই বোধ পাপের
হিসাব পাবে সে ততোই
তোমার অসীম রহমাতের।

১৫৯. হাজীর তোমার দরবারের রব
অন্য আশা আজ্জ নিয়া
কোর না কো পিশাচ আমায়
দিয়া না কো ভেঁজি হইয়া।

১৬০. দুই জাহানে এ দূরবস্ত
তালো অশ্লীল প্রেম করিয়া
নয়তে বিদু হইয়া যাবে
ঘের বিপদে ধর্ম তাহায়।

১৬১. দুই জাহানী এ দূরবস্ত
তালো অশ্লীল প্রেম করিয়া
নয়তে হেন বিদু হইয়া যাবে
ঘের বিপদে ধর্ম তাহায়।
৬৪. প্রভুত সমার 'বান' বিটলিয়র
ধূলিয়ে যেবে শাখ যতোকাল
যেতে দিয়ে ভূনী গেয়ে
উঠ চলাবে উঠের রাখাল
তপো দিয়ে প্রিয়নী
আর যেতে তাঁর সঙ্গী সাথী
সবার ওপর রাখাও তোমার
আশীর বারি দিন ও রাতি।